বাংলা ভাষার উদ্ভব

২য় অর্ধবর্ষ

প্রথম পত্র, পাঠ-১

বাংলা ভাষার উদ্ভব

- বিভিন্ন ভাষাবংশ —

1. ইন্দো-ইউরোপীয়,
2. সেমীয়-হেমীয়
3. বান্টু
4. ফিন্নো-উগ্রীয়
5. তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু
6. ককেশীয়,
7. দ্রাবিড়
8. অস্ট্রিক
9. ভোট-চীনীয়,
10. উত্তর-পূর্ব সীমান্তীয় (hyperborean)
11. এস্কিমো,
12. আদি-আমেরিকান।

ইন্দো-ইউরোপীয় —

- ইন্দো-ইরানীয়
- ভারতীয় আর্য,
- বাল্তোশ্লাভিক
- আলবানীয়
- গ্রিক
- লাতিন বা ইটালিক
- আর্মেনীয়
- জার্মানিক
- তোখারীয়
- এবং হিত্তীয়।

- যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকে যীশুখ্রীষ্টের জন্মের পরে প্রায় দু'হাজার বছর পর্যন্ত ভারতীয় আর্য ভাষার এই প্রয় সাড়ে তিন হাজার বছরের ইতিহাসকে বিবর্তনের স্তর ভেদে প্রধানত তিনটি যুগে ভাগ করা যায়। যেমন -

১) প্রাচীন ভারতীয় আর্য -- আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৬০০ খ্রিঃ পূঃ পর্যন্ত। এ যুগের ভাষার নাম বৈদিক ভাষা বা ব্যাপক অর্থে সংস্কৃত ভাষা। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ঋগ্বেদ-সংহিতা।

২) মধ্য ভারতীয় আর্য -- আনুমানিক ৬০০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের আর্য ভাষার নাম পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ। অশোকের শিলালিপির প্রাকৃত, সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত পালি, জৈন ধর্মগ্রন্থে ও কিছু স্বতন্ত্র রচনায় ব্যবহৃত প্রাকৃত এ যুগের ভাষার নিদর্শন।

৩) নব্যভারতীয় আর্য -- আনুমানিক ৯০০ খ্রিঃ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত। বিভিন্ন নব্য ভারতীয় আর্যভাষার নাম - বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, অবধী ইত্যাদি। নানা সাহিত্যগ্রন্থ ও আধুনিক ভারতীয় আর্যদের মুখের ভাষাই এর নিদর্শন।

- প্রাচীন ভারতীয় আর্যের দুটি রূপ ছিলো -- সাহিত্যিক (বৈদিক ভাষা বা ছান্দস ভাষা) ও কথ্য।
- কথ্য রূপটির চারটি আঞ্চলিক উপভাষা ছিলো -- প্রাচ্য, উদীচ্য, মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য।
- এই প্রাচীন ভারতীয় কথ্য রূপগুলি লোকমুখে স্বাভাবিক পরিবর্তনের ফলে
  প্রাচ্য > ১. প্রাচ্যা প্রাকৃত ও ২. প্রাচ্যা-মধ্যা প্রাকৃত
- উদীচ্য > ৩. উত্তর-পশ্চিমা প্রাকৃত
- মধ্যদেশীয় ও দাক্ষিণাত্য > ৪. পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা প্রাকৃত।

প্রাকৃতের স্তর-ভেদ ও বিবর্তন

- এই বংশের যে শাখাটি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে আনুমানিক খ্রি. পূর্ব ১৫০০ বছর আগে, তাকে ভারতীয় আর্য বলা হয়।
- প্রাচীন ভারতীয় আর্য: খ্রি.পূ. ১৫০০-৬০০
- মধ্য-ভারতীয় আর্য:

১ম স্তর — অশোক প্রাকৃত: খ্রি.পূ. ৬০০-২০০ [প্রাচ্যা, প্রাচ্য-মধ্যা, পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা ও উত্তর-পশ্চিমা]

ক্রান্তী পর্ব: খ্রি.পূ. ২০০- খ্রিস্টীয় ২০০

২য় স্তর — সাহিত্যিক প্রাকৃত: ২০০-৬০০ খ্রি. [মাগধী, অর্ধ-মাগধী, শৌরসেনী, মাহারাষ্ট্রী, পৈশাচী]

৩য় স্তর — অপভ্রংশ-অবহট্ট : ৬০০-৯০০/১০০০ খ্রি। [সাহিত্যিক প্রকৃতির নামানুসারে সেই নামের অপভ্রংশ-অবহট্ট]

- প্রাকৃত ভাষা বিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে যখন পদার্পণ করলো তখন মূলত এই চাররকমের মৌখিক প্রাকৃত থেকে পাঁচরকমের সাহিত্যিক প্রাকৃতের জন্ম হয়। যেমন -
  উত্তর-পশ্চিমা > পৈশাচী,
  পশ্চিমা বা দক্ষিণ-পশ্চিমা > শৌরসেনী ও মহারাষ্ট্রী,
  প্রাচ্যা-মধ্যা > অর্ধমাগধী এবং
  প্রাচ্যা > মাগধী।
- পৈশাচী, মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী, অর্ধমাগধী ও মাগধী ছিলো শুধু সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত। প্রাকৃতের বিবর্তনের তৃতীয় স্তরে এইসব সাহিত্যিক প্রাকৃতের ভিত্তিস্থানীয় তাদের কথ্যরূপগুলি থেকে অপভ্রংশের জন্ম হয় এবং অপভ্রংশের শেষ স্তরে পাওয়া গেলো অবহট্‌ঠ। প্রত্যেক শ্রেণির প্রাকৃত থেকে সেই শ্রেণির অপভ্রংশ অবহট্‌ঠের জন্ম হয়। যেমন -

  পৈশাচী প্রাকৃত > পৈশাচী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ
  মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত > মহারাষ্ট্রী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ
  শৌরসেনী প্রাকৃত > শৌরসেনী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ
  অর্ধমাগধী প্রাকৃত > অর্ধমাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ এবং
  মাগধী প্রাকৃত > মাগধী-অপভ্রংশ-অবহট্‌ঠ ।

- মধ্য ভারতীয় আর্যের শেষ স্তরে যে পাঁচরকমের অপভ্রংশ-অবহট্ঠ অনুমিত হয়েছে, তাদের মধ্যে সবগুলোর লিখিত নিদর্শন পাওয়া যায়নি। শুধু শৌরসেনী অপভ্রংশের সমৃদ্ধ সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া গেছে।
- অপভ্রংশ -অবহট্ঠের পরে ভারতীয় আর্যভাষা তৃতীয় যুগে পদার্পণ করে আনুমানিক ৯০০খ্রিঃ। তখন এক-একটি অপভ্রংশ-অবহট্ঠ থেকে একাধিক নব্য ভারতীয় আর্যভাষা জন্ম লাভ করে। যেমন -
- পৈশাচী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ > পাঞ্জাবী ইত্যাদি;
  মহারাষ্ট্রী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ > মারাঠী ইত্যাদি;
  শৌরসেনী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ > হিন্দী ইত্যাদি;
  অর্ধমাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ > অবধী ইত্যাদি; এবং
  মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ > বাংলা ইত্যাদি ভাষার জন্ম হয়।

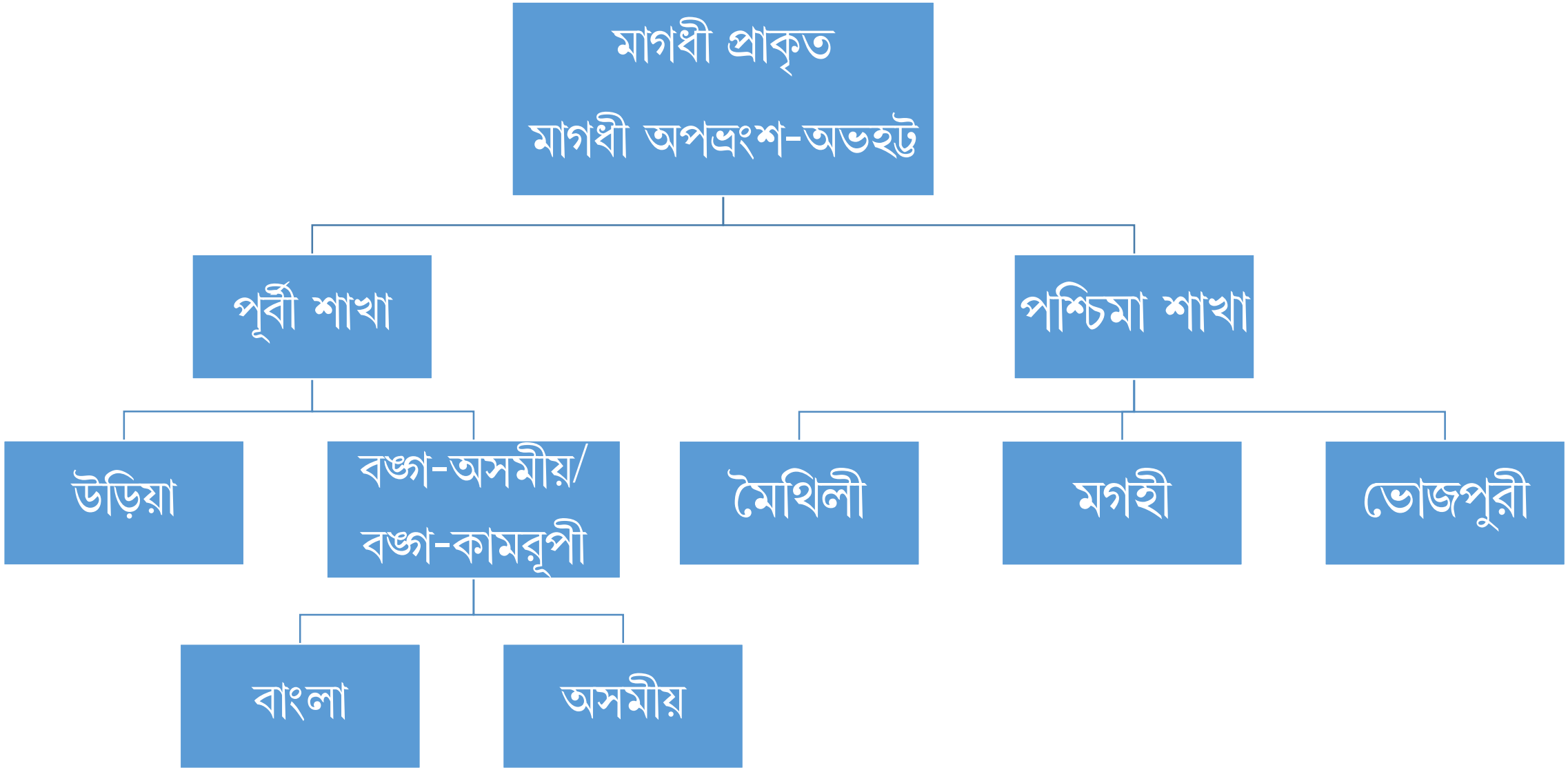
মাগধী প্রাকৃত
মাগধী অপভ্রংশ-অভহট্ট
পূর্বী শাখা
পশ্চিমা শাখা
উড়িয়া
বঙ্গা-অসমীয়/
বঙ্গা-কামরূপী
মৈথিলী
মগহী
ভোজপুরী
বাংলা
অসমীয়